দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 FEB 2014

পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

চবিতে ১৭ শিক্ষার্থী হত্যার বিচার হয়নি ৩০ বছরেও

■ আবুল খায়ের ও সানজিদা জিনিয়া

শিক্ষাঙ্গনে রক্তপাত বন্ধে কোন ক্ষমতাসীন সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেয় না। পদক্ষেপ না নেয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে একের পর এক পড়ছে লাশ। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনা অনেকাংশে কমে আসতো। দেশের অন্যতম উচ্চ শিক্ষাপিঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে একের পর এক পড়ছে লাশ। কোন প্রতিকার নেই। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পুলিশ তদন্তের ফলাফল শূন্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তদন্তের ফলাফলের একই অবস্থা। খুনীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ বলছে, এদের খুঁজে পাওয়া যায় না। গত ৩০ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক সহিংস ঘটনা ঘটেছে। খুন হয়েছেন ১৭ জন শিক্ষার্থী এবং আহত হয়েছেন কয়েকশ'। হাত-পায়ের রগ কেটে দেয়া কিংবা আহতদের মধ্যে পরবর্তীতে অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থী পঙ্গু হয়ে দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছেন। ইত্তেফাক প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলাপকালে ওই সব সহিংস ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানতে পেরেছেন।

এক শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ডে বেশিরভাগ দলীয় নেতাকর্মীদের সাক্ষী না করে নিরীহ শিক্ষার্থীদের সাক্ষী করা হয়। সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ওই সকল সাক্ষী আর আদালতে যান না। তাদেরকে খুঁজেও পাওয়া যায় না। সাক্ষী প্রমাণের অভাবে ওই সব হত্যাকাণ্ডের বিচার আলোর মুখ না দেখার অন্যতম কারণ বলে শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তা জানান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রক্ত দিয়ে মুছছে রক্তের দাগ। একটি হত্যাকাণ্ড বা তদন্তের ঘটনা শেষ হতে না হতেই ঘটছে আর একটি হত্যাকাণ্ড। সর্বশেষ গত ১২ জানুয়ারি ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে শিবির নেতা মামুন হোসেন নিহত হন। এতে প্রতিবারের মত তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি। এসব হত্যাকাণ্ড নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটিগুলো কোন রিপোর্ট বাস্তবায়িত হয়নি। যার ফলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মতো ঘটনাগুলোর কিছু দিন পর পর সংঘটিত হচ্ছে।

১৯৮৩ সালে জাতীয় ছাত্র সমাজের কর্মী হামিদের হাত কেটে চবি ক্যাম্পাসে সহিংসতা শুরু করে শিবির।

১৯৮৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের পতনের পর ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের আনন্দ মিছিলে শিবিরের হামলায় নিহত হন ছাত্র মৈত্রীর নেতা ফারুকুজ্জামান। আহত হন তৎকালীন উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনসহ অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী।

১৯৯৪ সালের অক্টোবরে শিবিরের হামলায় আহত হয়ে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

চবিতে ১৭ ছাত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নভেম্বরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও চবির ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এনামুল হকের ছেলে নূরুল হুদা মুছা।

১৯৯৭ সালে ক্যাম্পাসের মোজাম্মেল কটেজে ও পরের বছরের মে মাসে শাহ আমানত হলে শিবিরের হামলায় নিহত হন দুই ভর্তি পরীক্ষার্থী আমিনুল ইসলাম বকুল ও আইয়ুব আলী। অবশ্য ছাত্রলীগ ও শিবির নিহত দু'জনকে তাদের কর্মী বলে দাবি করেছে।

১৯৯৮ সালের মে মাসে নগরীর বহদ্দারহাট এলাকায় শিবিরের সন্ত্রাসীরা গুলি চালায় শিক্ষক-ছাত্র বহনকারী বাসে। গুলিতে নিহত হন চবি শিক্ষক আহমদ নবীর ছেলে ও চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের (চমেক) শিক্ষার্থী মুশফিক সালেহীন। একই বছরের ২০ আগস্ট চট্টগ্রাম বটতলী পুরাতন রেল স্টেশনের শিবির কর্মীদের হামলায় গুরুতর আহত হয়ে আগস্টে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চমেক হাসপাতালে মারা যান চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সঞ্জয় তলাপাত্র।

এদিকে ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় ১৯৯৯ সালের মে মাসে জোবায়ের এবং একই বছরের ডিসেম্বরে নিহত হন রহীমুদ্দিন ও মাহমুদুল হাসান নামে শিবিরের তিন নেতা।

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ডিসেম্বরে হাটহাজারীর ছড়ারকূল এলাকায় শিবিরের হামলায় চবি ছাত্রলীগের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি আলী মর্তুজা চৌধুরী নিহত হন।

এর বাইরেও ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনা ঘটে, যা নিয়ে মামলার পাশাপাশি প্রশাসন তদন্ত কমিটিও গঠন করে। কিন্তু কোনো প্রতিবেদনও প্রকাশ হয়নি এবং দোষীদের কোনো শাস্তিও হয়নি।

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নগরীর ষোলশহর রেল স্টেশনে দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হন মহিউদ্দিন মাসুম এবং মার্চে ফতেয়াবাদ এলাকায় রেল লাইনের পাশে হারুনুর রশিদ নামে এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এছাড়া একই বছরের এপ্রিল মাসে রাতে ক্যাম্পাসে নববর্ষের অনুষ্ঠান চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেল স্টেশন চত্বরে দুষ্কৃতকারীদের হামলায় নিহত হন আসাদুল ইসলাম নামে এক ছাত্রলীগ কর্মী।

২০১২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি শিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে নিহত হন শিবির নেতা মাসুদ বিন হাবিব ও কর্মী মুজাহিদুল ইসলাম।

১২ জানুয়ারি ২০১৪ শেষ হত্যাকাণ্ড নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, আমরা শাহ আমানত হল পর্যবেক্ষণ করেছি, ছাত্রলীগের যারা আহত তাদের সাথে কথা বলেছি, শিবিরের সাথে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি। আমাদের আরো কিছুদিন সময় লাগবে রিপোর্ট জমা দিতে। এ বিষয়ে উপ-উপাচার্য ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকটি তদন্ত কমিটির সঠিক প্রতিবেদন পেশ করা উচিত। প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে কোন না কোন রহস্য থাকে যা শুধুমাত্র তদন্তের মাধ্যমে বের হয়ে আসা সম্ভব। তিনি আরো বলেন, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীর শাস্তি না হলে এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের এবং অন্যান্যদের অপরাধ প্রবণতা বাড়তে থাকবে।